SHAKTIBAD CENTRAL ISHABADI ASSOCIATION

DEED OF RECONTRUCTION OF
SANCHALAK MANDALI OF
SATYANANDA SWAMI MAHASHAKTI
DEVOTTOR TRUST
ON
JANUARY 1988

By
Swami Satyananda Saraswati
Founder of Shaktibad

SHAKTIBAD CENTRAL ISHABADI ASSOCIATION
গঠন সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সনে শক্তিবাদ মঠ ও ধর্ম্মের প্রসারকল্পে একটা Declaration আমার দ্বারা Registered হয়। প্রথম হইতেই আমি নিজে মঠ পরিচালনা করিতেছিলাম। এই Declaration এ আমার কিছু সম্পত্তি শক্তিবাদ ধর্ম্মের কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল। ইহাতে কমিটি, ট্রাষ্টি, দেবোত্তর সবই ছিল, কিন্তু পরিচালন ভার সম্পূর্ণ রূপে আমার উপর ছিল। আমি যখন দেশে বিদেশে মঠের বাহিরে থাকিতাম তখন যাহারা ইহার কাজকর্ম দেখিত তাহাদের মধ্যে ইতিরাণীর কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৮৪ সনের জন্মোৎসবের পূর্বে আমি কানাডা ও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়াই বুঝিলাম আশ্রম পরিচালনায় কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা দেখা গিয়াছে। আশ্রমে যাহারা বাসিন্দা তাহাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল এবং শক্তিবাদবিরোধী একটি দল ভালভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। আশ্রমের মধ্যস্থিত শিষ্যদের মধ্যে এবং আশ্রমের বহিঃস্থিত শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে এই উচ্ছৃঙ্খলগণের সহায়ক ও উসকানিদাতা অনেক প্রস্তুত হইয়াছে। আমার বয়স হইয়াছে, বর্ত্তমানে ৮৬ বৎসর, মানুষ চিরদিন বাঁচিয়া থাকে না, সময় হইলেই সে চলিয়া যায় এবং যোগ্য ব্যক্তিরা তার আরব্ধ কার্য্য হাতে লয়। এক কানাডা এবং আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বুঝিলাম আশ্রম ভাগ বাটোয়ারা হইবার একটা মতলব দেখা দিয়াছে এবং আশ্রম মধ্যস্থিত এবং বহিঃস্থিত কিছু কিছু শিষ্যের সমর্থন রহিয়াছে। আশ্রম এখন স্পষ্টতঃ কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের আড্ডা হইয়াছে। ইহারা আশ্রমে থাকে কিন্তু আশ্রম পরিচালনায় দেবতার মন্দিরে কোন প্রণামীও দেয় না, বরং অনেক নোংরামি করে। আমি অনেক ভাবিয়া আমার মতবাদের (শক্তিবাদ) অনুকূলভাবে মঠ ও কর্ম্মধারা পরিচালিত করিবার জন্য ৮৪ সনের জন্মোৎসবের দিন একটি নতুন সংস্থা গঠন করিলাম। পূর্বে ৬৩ সনের দলিলে মঠ পরিচালকদের একটা পরম্পরা গড়া হইয়াছিল। তাহাতে ১৮৬ জন শিষ্যের নাম ছিল। এখন দেখা যাইতেছে শিষ্য হইলেই মানুষ গড়িয়া উঠে না, তাহার আত্ম গঠনের মূলে ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, সাধনা ও শাস্ত্রশিক্ষা অনেক কিছুরই প্রয়োজন। তার ব্যবহারেও একটা শক্তিবাদীয় নীতির প্রতিষ্ঠা দেখা দিবে ইহা সকলে আশা করে।

পরিবেশ দেখিয়া বুঝিলাম আর একটি শক্ত পরিচালকমণ্ডলী এই সঙ্ঘ পরিচালনায় গড়িয়া উঠা প্রয়োজন। উহার নাম দিয়াছি এস, সি, আই, এ, (S.C.I.A.) অর্থাৎ শক্তিবাদ কেন্দ্রীয় ঈশাবাদী সম্প্রদায়। শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ বিষয়ে শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীতে প্রচুর আলোচনা হইয়াছে। এই সম্প্রদায়টির লক্ষ্য হইবে শক্তিবাদ কেন্দ্রীয় হওয়া। অসুরবাদ বা দুর্ব্বলবাদ কেন্দ্রীয় হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

ঈশাবাদ বেদের মধ্যস্থিত একটা অধ্যায়ের নাম। ইহাতে শক্তিবাদ নীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট নির্দেশ আছে। মানুষ যদি অসুরবাদের নিকট মাথা নত করে তবে তাহাকে অসুরের দাস ভিন্ন অন্য নাম দেওয়া যায় না। তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তাহার বিরুদ্ধে অসুরবাদীদের মতো নানারকম কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে হইবে এবং অসুরবাদকে ধ্বংস করিয়া দিতে শক্তিশালী হইতে হইবে। মঠে আসিয়া দেখিলাম এখানে ঈশাবাদ নীতি সম্পূর্ণরূপে পদদলিত এবং অসুরবাদনীতি সর্ব্বতোভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। আমি বুঝিলাম কর্তৃত্ব নিজের হাতে আরও দৃঢ় করিয়া ধরিতে হইবে এবং S.C.I.A. নীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই জন্য সহায়ক গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই S.C.I.A.

দেখিতে দেখিতে ১৯৮৪ সনের কালীপূজার দিন আসিয়া গেল, তাহাতে দেখা গেল পূজার সময় নিকটবর্ত্তী রাত্রি প্রায় ৯-৩০। মন্দির তখন পূজক সমাগমে ভরপুর, আমি সেখানেই দাঁড়াইয়া ছিলাম, হঠাৎ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া দুইজন শক্তিবাদী শিষ্যকে হত্যা করার চেষ্টা হয়। একজনের মাথা ফাটিয়া যায় ডাণ্ডার আঘাতে। অন্যজনকে দেওয়ালে চাপিয়া দমবন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলার চেষ্টা হয়, মহাশক্তির কৃপায় দুজনেই বাঁচিয়া যায়। দেবোত্তর দলিলে ১৮৬ জনের নাম আছে, ইহা ভিন্ন আমার হাজার হাজার শিষ্য আছে, দেশে-বিদেশে নানা ভাষায় আমার শিষ্য শিষ্যা রহিয়াছে। প্রত্যেক শিষ্য শিষ্যাকেই শক্তিবাদীয় নীতিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে যোগ্য শক্তিবাদীকে অগ্রসর হইয়া এই মঠ ও মতবাদের পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। যতক্ষণ এইসব শিষ্য বা শিষ্যা শক্তিবাদ নীতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয় নাই এবং অসুরবাদ ও দুর্বলবাদের বিরোধী হয় নাই ততক্ষণ তাহার দ্বারা শক্তিবাদীয় নেতৃত্ব চলিতে পারে না। S.C.I.A. এই নীতিতেই মনুষ্য চরিত্র এবং সমাজ গড়িবে।

S.C.I.A. পরিচালক সংস্থায় বর্ত্তমানে তুষারকান্তি দত্ত, L. N. Saha, মুরারী মুখার্জী, অমিতাভ ঘোষ, মদনমোহন মুখার্জী, শংকর পাহাড়ী, নিখিলেশ কারকুন, কল্পনা মুখার্জী (কন্যাভবন), ভোলা সাফুই, অভিজিৎ মুখার্জী, সুবল দাস, কার্ত্তিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী মহোদয়া প্রভৃতিরা রহিয়াছেন। ইহাদেরও চেষ্টা থাকিবে S.C.I.A. এর শাখা Association এ যোগ্য শক্তিবাদীরা যাহাতে গড়িয়া উঠিতে পারে। প্রয়োজন হইলে ইহাদের মধ্য হইতে যোগ্য ব্যক্তিকে মূল সংস্থায় রাখিতে পারিবেন।

স্বামিজীর পর S.C.I.A. এর প্রাথমিক সদস্যরাই আশ্রম পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। ইতি ব্রহ্মচারিণী যাহাতে শক্তিবাদের ধারায় গড়িয়া উঠিয়া আশ্রম পরিচালনার স্তরে আসিতে পারেন সর্ব্বপ্রথম এই চেষ্টায় মন দিবেন। কারণ ইনি বহুদিন স্বামিজীর সঙ্গে থাকিয়া আশ্রম পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছেন।

পূর্বে শক্তিবাদ মঠে বিদ্যার্থী ভবন ছিল। এখন সেটা তুলিয়া দিয়া শক্তিবাদ মঠে ধর্ম্মশালা পরিচালনা করা হইতেছিল। মনুষ্যের মন এত অধঃপতিত ও স্বার্থপর হইয়া গিয়াছে যে কাহাকেও মঠে স্থান দিতে মনে ভরসা হয় না। S.C.I.A. বাদীগণ এই ভাবেই মঠের কার্য্যধারা ভারতের সর্ব্বত্র ও পৃথিবীতে ছড়াইবার চেষ্টা করিবেন। ইহার জন্য মঙ্গলঘট ঘরে ঘরে স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। উপার্জনশীল মাত্রই সচেষ্ট থাকিবেন

এবং ধনীগণ প্রচুর অর্থ দেবেন এবং মঠ প্রতিষ্ঠাতা স্বামিজীর আশীর্বাদের অধিকারী হইবেন।

শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠাতা
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী
পোঃ গড়িয়া, ২৪ পরগণা

১৯৬৩ সনের ২রা সেপ্টেম্বর দেবোত্তর দলিল করা হইয়া ছিল। উহাতে ১৮৬ জন শিষ্যের নাম দেওয়া আছে। দলিলের ভাষায় ইহারাই সঞ্চালক মণ্ডলী নামে অভিহিত ছিল। কিন্তু শক্তিবাদকে সঞ্চালন করিবার জন্য ইহারা কিছুই করে নি। ইহার পরেও যাহারা আমার শিষ্য হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১০,০০০ এরও বেশী। পূর্ব্ব দলিলে উল্লিখিত শিষ্য ও তাহার পরবর্ত্তী কালের শিষ্যদের মধ্যে যাহারা শক্তিবাদের সহিত সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত আছেন তাহাদের লইয়া এখটি বিশেষ শিষ্যমণ্ডলী গঠন করা হইল। ইহাদিগকে শক্তিবাদের নীতিতে গঠনের জন্য S. C. I. A. (Shaktibad Central Ishabadi Association) নাম দিয়া হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্গে উহাদের কি সম্বন্ধ উহা প্রকাশ করিলাম। পূর্বে ১৮৬ জনকে আমি আমার আবিষ্কৃত যে শক্তিবাদ বিজ্ঞানে গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম উহার নাম কলা বিজ্ঞান। এই কলা বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই বৈদিক পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত। এই বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই গীতার ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ। শক্তিবাদকে খুব স্পষ্ট করিবার জন্য শক্তিবাদের নবীন শাখারূপে S. C. I. A. নাম দেওয়া হইল। S – Shaktibad - শক্তিবাদ, দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদকে খুব স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইবে এবং দুর্ব্বলবাদ ও অসুরবাদ পরিহার করিয়া শক্তিবাদ অনুসরণ করিতে হইবে। ইহারই নাম - 'S'।

কলাবাদ - ১ কলায় উদ্ভিজ (বৃক্ষাদি), ২ কলায় স্বেদজ (কৃমিকীটাদি), ৩ কলায় অণ্ডজ (পক্ষীআদি), ৪ কলায় জরায়ুজ (পশু ও মানব), ৪।০ কলায় শুদ্র (কায়শ্রমী ইত্যাদি), ৪॥০ কলায় বৈশ্য (ব্যবসায়ী ইত্যাদি), ৪৷৷৷০ কলায় ক্ষত্রিয় (পুলিশ ও মিলিটারী), ৫ কলায় ব্রাহ্মণ বা প্রথম স্তরের ব্রহ্মজ্ঞানী, ইহাই গণেশস্তর (বিচার, স্থপতি ও বিজ্ঞান বিভাগ), ৬ কলায় সূর্য (শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রচার, সাহিত্য, জ্যোতিষ ও কলা বিভাগ), ৭ কলায় বিষ্ণু (শাসন বিভাগ), বিষ্ণুর তিনটি ভাগ - (১) দৈবী বিষ্ণু, (২) আসুরিক বিষ্ণু, (৩) অপুষ্ট বিষ্ণু। দৈবী বিষ্ণু ও আসুরিক বিষ্ণু উভয়েই কর্তৃত্ববুদ্ধিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, গম্ভীর স্বভাব, চক্রী, কথায় ও কার্য্যে দুই প্রকারের ভাবসম্পন্ন, সন্দিগ্ধ চিত্ত, সংগঠন শক্তিসম্পন্ন ও ভোগী চরিত্র হইলেও দৈবী বিষ্ণু কোমল হৃদয়, সমাজ হিতৈষী, দাতা ও উদার চরিত্র (শিবাজী রাণা প্রতাপ ইত্যাদি)। কিন্তু আসুরিক বিষ্ণু নিষ্ঠুর হৃদয়, উৎপীড়ক, শোষক ও সুবিধাবাদী হয় (রাবণ, দুর্যোধন, মক্কার মহম্মদ, ঔরঙ্গজেব ইত্যাদি)। অপুষ্ট বিষ্ণু কোন বিকাশের স্তর নহে। শূদ্র, বৈশ্য ও সূর্যস্তরের মানুষ লোভে ও সঙ্গ প্রভাবে এবং আসুরিক রাজশক্তির প্রশ্রয় পাইয়া বিষ্ণুচরিত্র আয়ত্ত করে। ইহারা অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির মানুষ হয়, ইহারা সমাজের সবচেয়ে বেশী ক্ষতির কারণ হয়। ইহাদের অপশাসনে সমাজে চোর, গুণ্ডা, লুটেরু, মিথ্যাবাদী, ছলধর্ম্মপরায়ণ, ঘুষখোর ও

নারী নির্য্যাতনকারীদের আস্ফালন ও কর্তৃত্ব চলিতে থাকে। ৭॥০ কলাই অসুরবাদ ও যবনবাদের চরম বিকাশ। ৭॥০ কলার বেশী আসুরিক বিকাশ হয় না। স্বার্থ ও ভোগকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য করে বলিয়া আসুরিক বিষ্ণু দৈবী বিষ্ণুর চেয়ে শক্তিশালী হয়। ১ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭॥০ কলা পর্য্যন্ত প্রত্যেক কলাতেই দৈবী, আসুরিক ও অপুষ্ট কলার প্রভাব আছে ইহা মনে রাখিয়াই শক্তিবাদীকে অগ্রসর হইতে হইবে। এইজন্য ঋষিস্তরের চিন্তাধারা বাদ দিয়া দৈবী বিষ্ণু, অসুরবাদী ও যবনবাদীদের নিয়ন্ত্রণ ও বিনাশ করার ক্ষমতা রাখে না। ৮ কলায় শিব (ভোগ, মোহ ও অভিমানহীন জ্ঞানবিজ্ঞানে তৃপ্ত অনাড়ম্বর প্রাকৃতিক জীবন প্রিয় মহাপুরুষ)। ঋষি, যোগী ও তপস্বীদের দ্বারা নির্দেশিত ভারতের দৈবী শাসন ব্যবস্থায় উচ্চ সভ্যতা ও শিক্ষার কেন্দ্র এবং অসুর নাশের নীতি প্রতিষ্ঠিত থাকায় সমাজে সমৃদ্ধি ও শান্তি ছিল। ৯-১৫ অবতার কলা (বামন, রাম, বুদ্ধ ইত্যাদি)। ১৬ কলায় শক্তিস্তর, ইহাই পূর্ণকলা (শ্রীকৃষ্ণ ও আদি গুরু শিব)।

হিন্দুরা কলাবাদে মন দিলে পৃথিবীর সমস্ত শাসন ভস্মরূপে পরিণত হইবে। পৃথিবীর সর্বত্র জাগ্রত হিন্দুরা কলাবাদ শাসনের জন্য কোমর বাঁধুন। কলাবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা 'ক্রমবিকাশের পথে' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

কম্যুনিষ্টরা চায় নিম্নস্তরের সোয়া চার কলার মানুষ এবং গুণ্ডা শ্রেণীর লোকেরা সমাজ শাসন করুক। ইহাই তাহাদের মতে গণবাদ। যাহারা উচ্চস্তরের শিক্ষিত, উচ্চস্তরের দার্শনিক, উচ্চস্তরের চিন্তাশীল, উচ্চস্তরের বিজ্ঞানী, তাহাদের সংযোগহীন শাসনে কখনও ভাল সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে কি? একটি ভাল সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাচীন পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থাই সর্ব্বোত্তম। এইজন্য শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী খুব ভাল করিয়া প্রচারের প্রয়োজন। ১০০০ লোকের মধ্যে ৯৯৯ জনই নিম্নশ্রেণীর (সোয়া চার কলার) লোক। ইহাদিগকে লোভের ও গুণ্ডামীর উস্কানী দিয়া অথবা মক্কার তাঁবেদার ও ভোটার করিয়া শাসন ব্যবস্থা গঠন করিলে উচ্চস্তরের শাসন ব্যবস্থা হইবে না। চোর ও গুণ্ডারাই রাজত্ব করিবে।

C – Central (কেন্দ্রীয়) অসুরবাদ, দুর্ব্বলবাদ কেন্দ্রীয়, কম্যুনিজম কেন্দ্রীয় এবং মক্কাবাদ কেন্দ্রীয় সব সমাজ ব্যবস্থাই আমরা দেখিয়াছি। আমরা শক্তিবাদ কেন্দ্রীয় সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্যই সঞ্চালক মণ্ডলী করিয়া ছিলাম। বাস্তব বুদ্ধির অভাবে ইঁহারা কিছুই করেন নাই। যদিও ইহারা পূজাপাঠ, উপাসনা যথেষ্টই করিয়াছে। সমস্ত শিষ্যদের শক্তিবাদ কেন্দ্রীয় করিয়া গড়িয়া তুলিতেই হইবে। ইহারই নাম C বা Central. দুর্ব্বলবাদী ও অসুরবাদী (কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট ও মক্কাবাদীয় বর্ব্বর) সঞ্চালক দ্বারা বেদ ও ঋষির দেশে শাসন ব্যবস্থা চলিতে পারে না। যাহারা দেশভাগ করিয়াছে তাহাদিগকে এখানে জামাই আদরে রাখার ব্যবস্থা কোন সুশাসনের লক্ষণ নহে। এই সব দুষ্ট বর্ব্বরদের প্রতিশোধের ব্যবস্থা সৎ শিষ্য মণ্ডলীকেই করিতে হইবে।

I – Ishabad (ঈশাবাদ) বেদে ঈশাবাদ বলিয়া একটা অধ্যায় আছে। ইহা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের একটি অধ্যায়। ইহাতে ১৮টি মন্ত্র আছে। আমরা প্রথম হইতে ৯টি মন্ত্র দিলাম। পরের মন্ত্রগুলিও অত্যন্ত উচ্চ দার্শনিক ও অধ্যাত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ। বিশদ আলোচনার জন্য আমার লিখিত উপনিষদের শক্তিবাদ ভাষ্য দেখুন। গীতাতেও ইহারই

ব্যাখ্যারূপে একটি অধ্যায় আছে। ইহার নাম ষোড়শ অধ্যায়। এই অধ্যায়েরও সংক্ষেপে আলোচনা আমরা এখানে করিলাম।

গীতা ও ঈশোপনিষদে বিদ্যাবাদ ও অবিদ্যাবাদ স্তরের মানুষের কথা আছে। অসুরবাদীরা ও অপুষ্টবাদীরা উচ্চ সমাজকে আসুরিকতা, লুট, গুণ্ডামী, নারী নির্য্যাতন দ্বারা ধ্বংস করে। বিদ্যাবাদীগণকেও তদনুরূপ নীতি ও কার্য্য দ্বারা অসুরবাদী ও অপুষ্টবাদীগণকে ধ্বংস করিয়া শুদ্ধ দৈবী সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই ঈশাবাদ।

এই শক্তিবাদ কৈন্দ্রিক ঈশাবাদীদের সংগঠনই S. C. I. A. (Shaktibad Central Ishabadi Association).

এই সংস্থাকে প্রতি ৫ বৎসর পর পর নতুন করিয়া গঠন ও সংশোধন করিতে হইবে।

SCIA-এর প্রধান কাজ হইবে সমস্ত শিষ্য-শিষ্যাগণকে শক্তিবাদের বিজ্ঞানে শিক্ষিত করা। শক্তিবাদ বিরোধীদের হাত হইতে মঠ ও দেবালয় রক্ষা করা, যবন দ্বারা অধিকৃত হিন্দু মন্দিরগুলিকে উদ্ধার ও সংস্কার করা, পূজাপাঠ, উৎসব ও গ্রন্থাবলীর প্রকাশ বৃদ্ধি করা এবং স্বামীজীর দ্বারা রক্ষিত ধন ভাণ্ডার রক্ষা করা এবং বৃদ্ধি করার দিকে লক্ষ্য রাখা। শক্তিবাদ বিষয়ে কোন পুস্তক ছাপার কার্য্য বা প্রকাশনা শক্তিবাদ কেন্দ্রীয় মঠ বা শাখা মঠ প্রকাশ করিবে না বা বিক্রয় করিবে না। S. C. I. A. বিষয়ক কোন কথাই কোর্টে দেওয়া চলিবে না। যদি কোন শিষ্য অথবা শিষ্যা এ কার্য্য করিবার চেষ্টা করে তবে সাথে সাথেই সে মঠের শিষ্যত্ব হারাইবে; এবং কোর্টও তাহার অধিকার অগ্রাহ্য করিবে। S. C. I. A. এবং দেবোত্তর বিষয়ক কোন সমস্যা দেখা দিলে সেটা নিজেদের মধ্যেই মীমাংসা করিতে হইবে। ১০৮ জনের একটা কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিশ্চয়ই অনেক সভ্য থাকিবেন, যাঁহাদের বিচার ক্ষমতা কোন কোর্টের জজ অপেক্ষা কম হইবে বলিয়া মানা যায় না। অমীমাংসিত কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া মঠের কোন কাজই বন্ধ করা চলিবে না। যেমন চলিতেছে সেইরূপই চলিবে। কোন সমস্যা না মিটিলে সেটা রিপোর্ট বুকে লিখিয়া দিতে হইবে। সমস্যা নিশ্চয়ই মিটাইতে হইবে। ইহা লইয়া দলাদলি করা চলিবে না। দেখা গিয়াছে দার্শনিক ভিত্তিহীন ও যুক্তিহীন কোন বিষয়ই দীর্ঘ সময় জিয়াইয়া রাখা যায় না। আপনা আপনি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আদি গুরু শিব তিনটি গ্রন্থির কথা বলিয়াছেন, ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি। গ্রন্থিহীন মানুষ পাওয়া কঠিন। ব্রহ্মগ্রন্থি মানে কামজ গ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি মানে ঈর্ষাগ্রন্থি। কংগ্রেস ঈর্ষাগ্রন্থিকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছে। শক্তিবাদেও অনেকে দলাদলী করিয়া এই ঈর্ষা গ্রন্থিকে কেন্দ্র করিয়া অনেক অশান্তির প্রশ্রয় দিয়াছে। যৌন বিষয়ক ও ধন লোভবিষয়ক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ঈর্ষাগ্রন্থি প্রবল হয়। রুদ্রগ্রন্থি হইতেছে মানুষের অজ্ঞানগ্রন্থি। জেদই এই গ্রন্থির মূল কেন্দ্র। শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী দেখুন। ছোট গ্রন্থি লইয়া যাহারা কচাকচী করিতে ভালবাসে তাহাদিগকে যোগী বা সাধক বলা যায় না। রুদ্রগ্রন্থির ভেদ হইলেই সাধক শিবস্তরের নিকটবর্তী হন। ৭ কলার রাজা ও অষ্টম কলার ঋষির নির্দ্দেশে ভারতের শাসন ও শিক্ষা বিভাগই সমাজের অনুকূল। পঞ্চায়েতের অন্যান্য স্তরের পরামর্শদাতারাও শাসককে নির্দ্দেশ দিতেন।

ঈশোপনিষদের প্রথম নয়টি মন্ত্র

১। ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চজগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

ঈশ্বর এই পৃথিবীর সমস্ত জড় ও চেতনার মধ্যে ব্যাপকভাবে অবস্থিত। যাহারা এই ঈশ্বরতত্ত্বকে মানে না তাহাদিগকে স্বার্থপর ও ভোগী জানিবে। কাহারও ধনে আশা করিও না।

শক্তিবাদ ভাষ্য - আল্লার নামে কাফেরের ধন লুণ্ঠন কর এবং সব লুটেরুরা উহা ভাগ করিয়া লও। কাফেরদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাও। তাহাদের নারীদিগকে ধর্ষণ কর ও হত্যা কর। কম্যুনিষ্টরা বলে গণবাদের নামে ধনীর ধন ও বিত্ত আইন করিয়া কাড়িয়া লও, তাহাদিগকে নিঃস্ব কর এবং নিজের দলকে অর্থ দাও ও পুলিশ বিভাগ ও সমর বিভাগ দ্বারা সমাজকে নির্য্যাতন কর। যাহারা ইহার প্রতিবাদ করিবে তাহাদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহী নাম দিয়া জেলে ফেলিয়া নির্য্যাতন কর। কাজেই ঈশ্বরের দেশ ভারতে এই দুই নীতিকে বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া জানো। ১৪০০ বৎসর এই লুটেরুরা সমস্ত পৃথিবীর হিন্দুগণকে নির্য্যাতন করিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে শক্তিবাদ নীতি রক্তের বদলে রক্ত নীতির সমর্থক। তোষণে অসুরবাদ প্রশ্রয় পায়। রক্তের বিনিময়ে রক্ত চাই নীতিতে শক্তিবাদ সমাজ সফল হয়।

২। কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতꣳ সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথে তোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

ইহলোকে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন কর্ম্ম করিবে এবং শত বৎসর জীবিত থাকিবে বলিয়া আশা করিবে। ইহার অন্যথা করিবে না। মানবের জন্য লিপ্ততাহীন কর্মই বিহিত।

শক্তিবাদ ভাষ্য - এখানে সব রকম কর্ম্ম করিবার আদেশ আছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র - সব কর্মই সকলে সম্পন্ন করিবে এবং সব কর্মে অভ্যস্ত থাকিবে। এখানে আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি শোন এবং লুটের জন্য নারী নির্য্যাতনের জন্য প্রস্তুত হও বা কর্ম্মে তৎপর হও বলা হয় নাই। যখন মক্কাবাদী লুটেরুরা ভারত আক্রমণ করিল ও লুঠ এবং নারী নির্য্যাতনে তৎপর ছিল, তখন সব জাতীয় হিন্দুগণকে যুদ্ধ শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা হইল না।

৩। অসুর্য্যা নাম যে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাꣳস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

যাহারা তমসাচ্ছন্ন অন্ধ তাহারা অসুরীয় লোকে মৃত্যুর পর গমন করে। তাহাদিগকে আত্মহন লোক বলিয়া জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য - এখানে অসুরলোকের কথা বলা হইয়াছে। আমার মনে হয়, ইহা প্রেতলোকের একটা অংশ বা একটা স্তর। পৃথিবীতে অসুরভাবাপন্ন বংশ এবং অসুর ভাবাপন্ন সমাজ আছে। দৈব ভাবাপন্ন মনুষ্যদের মধ্যে কেহ বা কাহারও কোন কারণে বা শাপান্ত কারণে অসুরকুলে জন্ম হইতে পারে। তাঁহাদের মৃত্যুর পর অর্থাৎ শাপান্ত জীবনের অবসানে তাঁহারা আবার দৈবলোকে চলিয়া আসেন। অসুর জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি যে মনে বিবেক, শান্তি ও জ্ঞানের নীতি প্রতিভাত হয় না। এইরূপ জীবন কাম্য নয়।

৪। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্লুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥

তিনি এক ও স্পন্দনরহিত। তিনি মন হইতেও বেগবান। পূর্ব যুগের দেবতাগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন নাই। তিনি স্থির হইলেও সকলকে অতিক্রম করিয়া অধিক বেগবান। দৈবীভাবাপন্ন দেবতাগণ অসুরগণকে দমন করেন। মাতরিশ্বা মানে সগুণব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ।

৫। তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

তিনি চল, তিনি অচল, তিনি দূরে, তিনি নিকটে। তিনি সর্ব জগতের অন্তরে এবং তিনি সর্ব জগতের বাহ্যদেশে আছেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য - তিনি চল, ইহার মানে আমাদের মন এদিক ওদিক চলিয়া বেড়ায়। যেখানেই যাক না কেন, সেখানেই মনকে স্থির করিতে পারিলে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় আত্মা সেইখানেই পূর্ব্বাবধি ছিলেন। মন অস্থির থাকিলে আত্মা অনেক দূরে হইয়া যান, মন স্থির থাকিলে আত্মা নিকটেই বোঝা যায়।

৬। যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানু পশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

যিনি সর্বদা সর্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্বভূতে দর্শন করেন, তিনি সেইরূপ আত্মদর্শনের ফলে ঘৃণা করেন না।

শক্তিবাদ ভাষ্য - ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সব আত্মজ্ঞানীরা ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ দেখেন তাঁহারা বেদকে অমান্য করেন। অপবিত্র অবস্থায় কেহ থাকিলে তাহাকে শুচি শুদ্ধ করিবার কথা বলা অসঙ্গত নহে। কিন্তু শুদ্ধ ব্যক্তিকে অশুচি বলার অভ্যাস

সঙ্গত নহে। সকলকে সৎপথ ধরিতে বল এবং অসুরবাদীগণকে রক্তপাতে ক্ষত বিক্ষত কর। অসুরের বন্ধু হিন্দুগণকেও বিশ্বাস করিও না। ইহারা ভারতভাগকারী যবনগণ হইতেও ভয়ঙ্কর।

৭। যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ॥

যে সময় সর্বভূতই আত্মারই রূপ, সাধকের এইরূপ অনুভব হয়, তাঁহার মোহ এবং শোক থাকে না। ইহার কারণ, তিনি সর্বত্র একই চেতনা অনুভব করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য - অসুরবাদীগণকে বধ করাকে সমর্থন করা নিশ্চয়ই পাপ কার্য্য বলা যায় না।

৮। স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ মস্নাবির৺শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃর্যাথাতথ্যতোঽর্থাৎ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

যিনি দেশ ও কালের বাধা অতিক্রম করিয়া সর্বব্যাপী, যিনি শুদ্ধ প্রকাশময়, যিনি কায়াহীন, তাঁহাতে ক্ষত নাই, যিনি শিরাহীন, যিনি নির্ম্মল, যাঁহাতে পাপ স্পর্শ করে না, যিনি কবি (সর্বদ্রষ্টা), যিনি মনীষী (সর্বজ্ঞ), যিনি সর্ব্বোপরি বিরাজমান, যিনি স্বয়ম্ভূ (নিজে নিজেই আছেন) তিনিই পরমাত্মা। শাশ্বতীভ্যঃ (শাশ্বতী শক্তিগণকে) এবং (সমাভ্যঃ) কালগতিতে সৃষ্টি ও লয় চক্রকে নিজ নিজ কর্তব্য সমূহকে যথাযথ করিবার শক্তিদান করিয়াছেন।

৯। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে ঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়া৺ রতাঃ॥

যাহারা অবিদ্যার উপাসক তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ করে, যাহারা কেবল বিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অবিদ্যাবাদীগণ হইতেও তমঃ স্থানে প্রবেশ করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য - যাহারা অবিদ্যাবাদী অর্থাৎ জড়বাদী অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট ও মক্কাবাদী। অবিদ্যাবাদ নাম দিয়া ইহাদের কথা বলা হইতেছে। মক্কাবাদের নির্দ্দেশ - কাফেরদের ধন ও বিত্ত লুণ্ঠন কর, তাহাদের নারীগণকে বন্দী করিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার কর। কাফের যাহারা শক্তিধর তাহাদিগকে যে কোনভাবে বার বার অতিক্রম করিয়া বন্দী কর। নিষ্ঠুর অত্যাচারে ইহাদিগকে হত্যা কর। তাহাদের ধর্মস্থান মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে বিশ্বের সবচেয়ে বদমাইস চরিত্রে ভূষিত এক কল্পিত বর্ব্বর উপাস্যের উপাসনা কর। লুটের নামে আল্লাহ আকবর নাম করিয়া লুটেরাগণকে জুটাইবার জন্য চিৎকার কর। এবং লুট ও গুণ্ডামীর কার্য্যে লক্ষ লক্ষ লোক নামিয়া পড়। যাহারা

বিদ্যাবাদী তাহাদেরকে আত্মরক্ষা ও অধ্যাত্ম ধর্ম্মরক্ষা (বেদরক্ষা) করার জন্য অবিদ্যাবাদীদের উপর অবিদ্যাবাদ নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

গীতার ষোড়শ অধ্যায় (দেবাসুর সম্পত্তি বিভাগ যোগ)

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আর্জ্জবম্॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্ব লোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রী রচাপলম্॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবী মভিজাতস্য ভারত॥ ৩

শ্রীভগবান বলিলেন - ''যাঁহারা দৈবী সম্পদের শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের চরিত্রে দৈবী সম্পদের প্রভাব স্বভাবতঃই থাকে।''

অভয়, সত্য সংশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগনিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপঃ, আর্জ্জব, অহিংসা (অহিংসা মানে ঈর্ষাহীনতা। বৌদ্ধবাদীরা ও গান্ধীবাদীরা অসুরবাদীদের উপর দুর্ব্বল নীতি প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ফলে ভারতের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছিল। ভারতে আজও মুসলমানদের পদলেহনের কাজে অহিংসা প্রয়োগকে একটা উপাদেয় জিনিস বলিয়া মনে করেন অনেকে।) ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন, সর্ব্বভূতে দয়া, অলোভ, মৃদুতা, অক্রোধ, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ এবং নাতিমানিতা এসব লক্ষণ থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য - মানুষ মাত্রই কখনও আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া চিন্তা ও কার্য্য করে এবং কখনও অহংকারকে কেন্দ্র করিয়া চিন্তা ভাবনা ও কার্য্য করে। যখন আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্যাদি হয় তখন দৈবী সম্পদগুলি মনে আপনিই প্রতিফলিত হয়, আর যখন চিন্তা এবং কার্যধারা অহংকারকে কেন্দ্র করিয়া হয় তখন আমাদের মনে অসুরসম্পদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। মানুষের কথাবার্তা দেখিলেই ইহা বোঝা যায়। যখনই দেখা যায় মানুষ ক্রোধী, অহংকারী, নিষ্ঠুর হইয়াছে তখনই জানিতে হইবে সে অসুরভাবের প্রভাবে পড়িয়াছে। হিন্দুদের সন্ধ্যা, পূজা, উপাসনা, ব্রত এবং ধর্মানুষ্ঠানগুলি এমন ভাবে সজ্জিত যে সেই সময় হিন্দুদের মন স্বভাবতঃই দৈবীভাবে পরিপূর্ণ থাকে। মক্কাবাদীয় ধর্মানুষ্ঠানগুলি ইহার বিপরীত নীতিতে পরিপূর্ণ। এইজন্য প্রত্যেকটি মুসলমান শাসক এবং মুসলমানী চরিত্র আসুরিক নীতিতে পরিপূর্ণ থাকে। ভারতের মুসলমান শাসক এবং মুসলমানদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই নীতিতেই তাহারা ভারতকে ভাগ করিয়াছে এবং ভারতের সর্বনাশ করিয়াছে এবং তথাকথিত অহিংসা নীতিতে হিন্দুরা এই দুষ্কার্যে প্রশ্রয় দিয়াছে এবং আজও দিতেছে। যতদিন হিন্দুরা স্পষ্টতঃ শক্তিবাদ নীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে না ততদিন হিন্দুদের সর্বনাশ কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। হিন্দুদের প্রধান কার্য হইবে

ভারতভাগকারী মুসলমানগণকে বল প্রয়োগ করিয়া পাকিস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া। বৌদ্ধ ও গান্ধীবাদীরা ভুল নীতির ফলে আজও মক্কাবাদী ও কম্যুনিষ্টবাদীদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া চলিয়াছে।

দম্ভ দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্য মেবচ।
অজ্ঞানং চাভি জাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪

হে পার্থ! যাহারা অসুর সম্পদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগের চরিত্রে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও পারুষ্য বৃত্তিগুলি থাকে।

দৈবীসম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা। ৫

দৈবী সম্পদ মুক্তির কারণ এবং অসুরসম্পদ বন্ধনের কারণ। এই জন্যই মুসলমানরা ভারতে এতবড় রাজ্য গড়িয়াও আজ ধ্বংসের পথে। অহিংসাবাদীরা ইহাদিগকে বাঁচাইবার শত শত পন্থা বাহির করিয়াছে। কিন্তু শক্তিবাদ উঠিলে ইহাদের ধ্বংস কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। বিশ্বের সর্বত্র শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনাঃ ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭

অসুরগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি জানে না। তাহাদের মধ্যে শৌচ বা আচার বা সত্য বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না।

শক্তিবাদ ভাষ্য - আজকাল ভারতে কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্টদের প্রভাবে হিন্দুদের মধ্যে অশুচি এবং অনাচারবৃত্তি বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরণীশ্বরম্।
অপরস্পর সম্ভূতং কিমন্যৎ কাম হৈতুকম্॥ ৮

অসুরদের মতে অসত্যই সব, বিশ্বের মূলে কোন সত্যও নাই, ঈশ্বরও নাই। সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে স্ত্রী পুরুষের কামের ফল। এবং কামই সব, ইহা ভিন্ন কিছুই নাই।

শক্তিবাদ ভাষ্য - ইহকালে আইনতঃ চার বিবি এবং বে-আইনে ৭২ বিবি। ইহার ব্যতিক্রম হইলে আমরা ভারতরাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া দিব, ইহা মক্কাবাদী অসুরবাদীদের কাম্য।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯

এইরূপ দৃষ্টিকোণকে কেন্দ্র করিয়া এইসব অল্পবুদ্ধি সম্পন্নগণ আত্মাকে নাশ করে। বিশ্বের এইসব শত্রুগণ অত্যন্ত উগ্র কর্ম্মের অবলম্বন করিয়া বিশ্বকে ধ্বংস করিবার কার্য্যে অগ্রসর হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য - এইরূপ দুষ্কার্যের দ্বারাই ইহারা ভারত ভাগ করিয়াছে। এইরূপ দুষ্কার্যের দ্বারাই ইহারা ভাঙা ভারতকে আবার ভাঙিতে চায়। মূর্খ হিন্দুরা, কংগ্রেস এবং কম্যুনিজমের আড়ালে ইহাদের একান্ত বন্ধু।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমান মদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রহান প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০

তাহারা অসম্ভব কামনাকে আশ্রয় করে, তাহারা দম্ভ, মান ও মদে মত্ত হয়। মোহাচ্ছন্ন হইয়া তাহারা অসৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং অশুদ্ধ ভাব প্রতিষ্ঠার কর্মে নিযুক্ত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য - বর্তমান ভারতে কংগ্রেসী ও কম্যুনিষ্ট হিন্দুরা ইহাদের মিত্র। কাজেই ইহারা মিত্রতোষণে ভারতের সর্বনাশ কার্য্যে মুসলমানের সাথী এবং হিন্দুর শত্রু।

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগ পরমা এতাবদিতি নিশ্চিন্তাঃ॥ ১১

তাহারা অপরিমেয় চিন্তাকে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত আশ্রয় করে। কাম এবং ভোগই শ্রেয়ঃ এবং ইহাই সব এইরূপ মনে করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য - কোরাণ এবং কম্যুনিজম পড়িলে বুঝা যাইবে এইসল বদমাইসরা কত হীন স্তরের মানুষ।

আশা পাশ শতৈর্বদ্ধাঃ কাম ক্রোধ পরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কাম ভোগার্থমন্যায়েনার্থ সঞ্চয়ান্॥ ১২

তাহারা শত শত আশার বন্ধনে আপনাদিগকে বদ্ধ করে, কাম ও ক্রোধ পরায়ণ হইয়া কাম ও ভোগের জন্য অন্যায় পূর্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য - আল্লার নামে লুট ক'রে ধন বাড়াও এবং কাফেরদের মেয়েদের টানিয়া বাহির করিয়া বদমাইসি কর বা ঝি করিয়া রাও; এবং বেগতিক দেখিলে হত্যা কর। কম্যুনিষ্টরাও একই দুষ্কার্যে রত কিন্তু তাহারা গণবাদের নাম করিয়া শিক্ষিত ও ভদ্র এবং বিত্তশালীদের সর্বনাশ করে। সব কার্য্যে আল্লাবাদীদের সঙ্গে হাত মেলায়। হিন্দুরা কালীমায়ের সদ্যচ্ছিন্ন শিরঃ খড়্গ স্মরণ কর এবং সংঘবদ্ধ হও। অর্থাৎ অস্তর দেখ আর কাটো। কালীমায়ের এই শিক্ষায় অভ্যস্ত হও।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩

অদ্য আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, আমার মনে এই আশা আছে, ইহাও পাইব। আজ আমার নিকট এতটা আছে, পুনঃ এই ধনও (পরের ধন) আমার হইবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য - অনাবশ্যক। পাঠক কোরাণ পড়।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪

এই আমার দ্বারা নিপাত হইল, কাল আরও একটিকে নিপাত করিব। আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই বলবান এবং আমিই সুখী।

শক্তিবাদ ভাষ্য - মক্কাবাদ এবং তথাকথিত গণবাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলিলেই তোমার নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ আরোপ হইবে। জেল পুলিশ এবং মিলিটারির অত্যাচারে তুমি জর্জরিত হইবে। ভারতবর্ষে এখন এই আইন খানা ভালই চলিয়াছে।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ॥ ১৫

আমি ধনবান, আমি জনবান, আমার তুল্য অন্যে কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, আমি দান করিব, আমি আনন্দ করিব, এইরূপ অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া এবং অনেক প্রকার বিভ্রান্তিতে চিত্তকে সে বিমোহিত করিয়া লয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য - কম্যুনিজমে এবং মক্কাবাদে পরের ধনে পোদ্দারী ভালই চলে।

অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬

তাহারা অনেক প্রকার চিত্ত বিভ্রান্তি ও মোহজালে সমাবৃত হয়, তাহারা কাম ও ভোগে কেবলই আসক্ত হইতে থাকে এবং তাহারা নরকতুল্য অশুচিতে পতিত হয়।

আত্ম সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনা বিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৭

স্বার্থ চিন্তায় সদা মগ্ন নম্রতাহীন, ধনমান ও অহংকারে মত্ত হইয়া ইহারা বিধিহীন ভাবে নাম মাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।

শক্তিবাদ ভাষ্য - মঠের উপাসনার সময় দেখা যায় গণ্যমান্য, বিদ্বান, ধনবান, নামী ভদ্রলোকগণ গা ঢাকা দিয়াছেন।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮

তাহারা অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের আশ্রয় লইয়া উহাদের দেহ মধ্যস্থিত আত্মাকে হিংসা ও বিদ্বেষ করিয়া থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য - অহঙ্কার বল দর্প প্রভৃতির অনুশীলন করিলে যে নিজের আত্মাকেই অপমান করা হয় ইহা বুঝিতে হইলে চিন্তাশীলতার প্রয়োজন।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

সেই সব বিদ্বেষবাদী, ক্রূর, সংসারের অশুভকারী ও অধমগণকে আমি (আত্মা বা প্রকৃতি) সর্ব্বদাই অসুরকুলে নিক্ষেপ করিয়া থাকি।

শক্তিবাদ ভাষ্য - এই বিশ্বে কেবলমাত্র হিন্দু ধর্ম ভিন্ন সমস্ত ধর্মই বিদ্বেষবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইস্‌লামিয়ারা কাফের বিদ্বেষী, ডেমোক্রেটরা জমিদার ও রাজা বিদ্বেষী, কম্যুনিষ্টরা ধনী বিদ্বেষী, খৃষ্টান পাদরীরা তো বিদ্বেষবাদের প্রধান ঠিকাদার। আমরা জিজ্ঞাসা করি - কাফেরদের মধ্যে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সৎলোক রহিয়াছেন তা কি আল্লাহ্ মিঞা জানেন না? ধনীদের মধ্যে কি সকলেই শোষক ও কালাকারবারী? মজুর কৃষকেরা কি সকলেই নির্গুণ ব্রহ্ম?

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০

হে কৌন্তেয়! সেই সব মূর্খগণ জন্ম জন্ম অসুর জন্ম লাভ করে এবং তাহার ফলে আত্মাকে না পাইয়া অধম গতি লাভ করে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১

কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটিকেই আত্মার শত্রু এবং নরকের দ্বার বলিয়া জানিবে। অতএব এই তিনটিকেই পরিত্যাগ করিবে।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈ স্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২

হে কৌন্তেয়! যে সব ব্যক্তি এই তিন প্রকার নরকের দ্বার হইতে বিমুক্ত থাকেন এবং আত্মার অনুকূল আচরণ করেন, তাঁহারা সেই কর্ম্মফলে শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩

যে শাস্ত্র বিধিকে পরিত্যাগ করিয়া কামাচারী হয়, সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, সে সুখ পায় না। সে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ২৪

অতএব তোমার কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রের প্রমাণ দেওয়া হইল। তুমি শাস্ত্রের বিধানকে জান এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

তখন বয়স ৮৪, আমেরিকার পথে রওনা হইলাম ২২শে জুন, ১৯৮৩ সন। জুলাইতে গুরু পূর্ণিমা উৎসব হইল। গুরু পূর্ণিমাতে President Reagan কে একটি পত্র লেখা হইল। তাহাতে এক হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্য্যাতনের কথা উল্লেখ আছে। এই এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত এই অত্যাচার, অনাচার ও নির্য্যাতনের প্রতিশোধমূলক কোন সংস্থার উদ্ভাবন হয় নাই। রানাপ্রতাপ, শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী, গুরু গোবিন্দ সিংহ প্রতিশোধমূলক কোন শত্রু পন্থায় দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেও এঁদের চিন্তাধারা ব্যাপক হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ঢাকিবার জন্য রামকৃষ্ণবাদীরা স্পষ্টতঃ দুর্ব্বল পন্থা বাছিয়া লইয়াছে। ১৯৮৩ সনের গুরু পূর্ণিমায় আমি President Reagan কে যে Declaration পত্র দিয়াছিলাম তাহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছিল, আমেরিকার জনসাধারণ, ভারতের হিন্দু জনসাধারণ এবং ইসরাইলকে লইয়া শক্তিবাদ প্রসার করিলে পৃথিবীর প্রকৃত মঙ্গল হইবে। এই সময়ের প্রায় একমাস পরে আমি আমেরিকার হিন্দু যুবক Association এর প্রথম পরিকল্পনা করি এবং কয়েকখানা প্রচার পত্র Hindu Student দের মারফত বিতরণ করি। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল প্রাক্তন Vice President ম্যাণ্ডেলে হিন্দু যুবকদের Hostel এ খাবার টেবিলের সামনে আসিয়া উপস্থিত। হিন্দু নাম উচ্চারণ করিলে ভারতে Congress, Communist ও সুবিধাবাদী হিন্দু জনতার বিরাগভাজন হইতে হয়। কিন্তু Student Association এর প্রচার পত্রখানা ভূতপূর্ব Vice President Mondale এর হাতে পড়িবা মাত্র তিনি Hindu Student দের খাবার টেবিলের সামনে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন প্রায় ১০০ জন Student আহার করিতে ছিলেন, তিনি সকলের সামনে যাইয়া সকলের সঙ্গে করমর্দন করেন। প্রচার পত্রখানা শক্তিবাদমূলক ছিল। তিনি সকলকে বলিলেন, ‘‘তোমরা আমাদের দেশে থাক, কিন্তু কোন দিনই Politics এ অংশ লওনা, কোন দিনই কোন Party কে ভোট দাওনা তোমরা কিন্তু ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তোমাদের Hindu Student Association আমি গড়িয়া দিব, তোমরা সকলে চাঁদা দাও।’’ ছাত্ররা সকলেই তাঁহাকে চাঁদা দিলেন। তিনি বলিলেন পরে তোমাদের রসিদ দিব। President Regan কে যে Declaration পত্র দিয়াছিলাম তাহাতে রেড ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে ইহাই লেখা ছিল যে, রেড ইণ্ডিয়ানদের আপনারা একটু বিবেচনা করিবেন। এরা ৫২০ বৎসর যাবৎ নির্য্যাতিত ও অত্যাচারিত। ম্যাণ্ডেলের Private Secretary হিন্দু ছাত্র সংঘে চাঁদা উঠাইবার পর রেড ইণ্ডিয়ানদের বিষয়ে দু’একটি কথা বলেন। রেড ইণ্ডিয়ানরা এত Backward যে তাহাদের লইয়া রাজনীতি করা চলেনা। দু’এক দিনের মধ্যে দেখা গেল রেড ইণ্ডিয়ানরা একটি বড় সভায় সমবেত হইয়া বলেন ‘‘আমাদের বিষয়েও Amecian Government র স্নজর হওয়া উচিত।’’

এই ঘটনার পরে আমেরিকাতে R. S .S. ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে সমস্ত পৃথিবীর হিন্দুদের একটা সভার অবস্থান হয়। সেই অনুষ্ঠানে আমার লিখিত একখানা পত্র সমস্ত উপস্থিত জনতার মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল, সেই পত্রখানাও শক্তিবাদমূলক ছিল এবং ভারতে দুর্ব্বলবাদী নেতাদের সমালোচনাও ছিল। সেই প্রচার পত্রখানা Islamic Action in India পুস্তকে আছে। সেই বিরাট হিন্দু সভার Report

আমি পড়িয়াছি। তাহাতে আমার প্রদর্শিত হিন্দু ছাত্র সংঘের কোন নাম গন্ধও আমি দেখিতে পাই নাই। ইহাতে আমি দুঃখিত। হিন্দু নেতাদের চিন্তাশক্তিকে সবল করা প্রয়োজন। ইহা আমি সব সময় অনুভব করি।

In the first week of June 1974, I went to America only for 8 days. This is my first visit to America. I stayed in the house of Stan & Mary Michalowski of 6 Lincoln Avenue, whose daughter and son-in-law are disciples of mine. A staff reporter - Daniel Lazare came to see me in the evening and discuss about my philosophy of Shaktibad. He was very much pleased and impressed by the thinking of Shaktibad. Next day in the early morning the report was published in their newspaper. The report was the following:

SWAMI: WORLD SHOULD CAST ITS LOT WITH HIM

By Daniel Lazare,
'Home news' staff writer.

JAMESBURG - For the past few months, the borough has had much to think about - the property tax rate, what to do with an armored troop carrier in Memorial Park and a disturbing crack in the Lake Manalapan retaining wall.

But for almost a week there has been a visitor in town who has been attempting to get the residents to broaden their scope and to think about a spiritual reordering of the world.

The visitor is Swami Satyananda Saraswati, who says he is a descendant of a 7,000-year-old line of gurus. He arrived in town last Tuesday and is staying at the home of Stan and Mary Michalowski of 6 Lincoln Ave, whose daughter and son-in-law are disciples of the Swami.

The message the Swami has brought to the borough is called the Shaktibad Doctrine and it carries a stronger political thrust than most other yogic philosophies.

Swami Satyananda, addressed as Swamiji (meaning one who has taken renunciation), calls for benevolent military dictatorship and the introduction of a caste system guided by the principles of his doctrine.

"When I first met him, I thought he was a wild revolutionary; said John Bee, the English-born son-in-law of the Michalowskis. "But if you have patience, you will see that he's not".

Swamiji, a small man with a wispy white beard, who was born 75 years ago in Dacca, Bangladesh, explained that brutality is alien to the Shaktibad Doctrine.

His ideal is a harmonious, well-ordered society with everyone in their place and a place for everyone.

No pacifist, Swamiji believes in force, but only for self-defense. The warrior caste would rule society in his system, he said, but they would take into account the needs and desires of the other segments of the population – priests (Brahmins), businessmen and workers.

At the top of the social order would be a kind of philosopher-king someone who knew from birth he would be a ruler and who would be rigorously trained in the Shaktibad Doctrine.

“Democratic elections are not as good,” said Bee. "For example, Ford had no idea he was going to be president. He had no time to prepare."

Added his wife, Norma, a speech pathologist, “If something happened to me, I wouldn't want one of the children I work with given to a friend of mine who knows nothing about the field”.

Swamiji is particularly opposed to strikes, which he sees as a disruption of the natural order. Referring to strike-wracked Great Britain, Bee said work stoppages should be outlawed and, if necessary, labour unions disbanded.

But wouldn't that produce civil war? Bee was asked, No, answered Bee who affects Indian dress and demurely defers to Swamiji whenever the guru interrupts him. “Swamiji believes in diplomacy and education,” he said.

Swamiji was to leave this morning for Toronto, but he said he has been heartened by the welcome he has received in Jamesburg. Eight borough residents, including Mr. and Mrs. Michalowski have taken instruction from the yogi.

Swamiji said he would return and would consider-if invited-bringing his message to the borough council which is grappling with the problem of whether to join a regional sewage system.

GURU PURNIMA IN CANADA

532 Soudan Avenue, Toronto, Ontario, phone : 485-6361

Gurus, Swamis, Sanyashies, Sadhus, Monks, Rishis and all men of philosophy and science are the main source of knowledge. They spend their lives in pursuit and practice of knowledge and truth. They contribute their learning to the society in the form of doctrine which in turn becomes the culture.

4,500 years ago the highest Rishi of India, who held the post of "The Byasa", composed the book Mahabharata, from which comes the Gita. The Mahabharata gave the society a tremendous amount of knowledge. The country and its people expanded intellectually and culturally from his contribution. The first Byasa Purnima was held in honour of the great Byasa of Mahabharata.

On the day of Guru or Byasa Purnima the Indians, disciples, devotees and others offer respect and blessing to their men of knowledge. In exchange their Guru will speak to them of the higher process of thinking.

Through the offereing of sweets, rice, flowers, chanting, Puja, fire purifying, reading the Vedas and so on, the disciple learns and hears the instruction of the Gurus. The disciples question the doctrines and attempt to broaden their comprehension and knowledge.

This feast also celebrates the commencement of “Chatur Masya Bratam”, a four month period of yogic practice for all men and women interested in this higher process. All stop working and end their involvement in everyday life to be with their teachers practising and strengthening their thinking powers.

Swami Satyananda Saraswati is the 142nd Guru of the Kali Yuga Age, in the order of Ananda Math: a man with a great store of knowledge and comprehension far beyond most men.

At the age of 14 Swamiji left home in order to practise Yoga with his Guru in the jungles of India till his 54th year. Swamiji has practised all the Yogas and is known throughout India as a most highly developed yogi.

Swamiji installed his ashram just outside of Calcutta at:
Shaktibad Math, Post Garia, District 24 paraganas, West Bengal.

His ashram has been operating for the past 20 years. Swamiji has been visiting in Canada since June 1973.

Swamiji has written many books re-instating the original line of Hindu thinking (Shaktibad) to all people. Much of the main core of Indian knowledge and culture has been interpreted too shallowly and much more has been laid aside in favour of other worldly involvements over the past 500 years until his time.

Shaktibad (Force) is the doctrine of Mental Development through concentration on the Brahmanari. Swamiji instructs in the development of Force (Energy) and the practical application of it in society. His knowledge is all pervading; encompassing all the affairs of matter and soul.

Shaktibad has given a new light to the society. The day will come when man will be bound to follow it. Panchayet has been set in the culture of Indian society. At this time,

Indian leaders are trying to replace the Panchayet system with democracy, an impossibility. But Panchayet is the outcome of Shaktibad Sociology and cannot be successful in democracy, socialism or communism.

On Sunday June 30, 1974; commencing in the afternoon at 2 o'clock Guru Purnima will be celebrated in the garden of our home with Swami Satyananda Saraswati.

We invite you to come and to hear the philosophy, science and social doctrine of Swami Satyananda Saraswati. We invite you to question him thoroughly and to discuss with the others in attendance. Come and celebrate this day in honour of all men of truth and learning and learn something for yourself.

Paul and Genevieve Tessier

Letter to Hon'ble Mr. Reagan
The President of U.S.A.

6-12-83, Washington

Dear Sir,

My whole hearted blessings to you.

I saw one of your declarations published in the Statesman of India. The heading was US CULTURAL ACCORD WITH INDIA. Mrs. Indira Gandhi and you will be in chair. In this year on the occasion of Guru Purnima, I have sent a Declaration letter from 185 Gatzmer Avenue Jamesburg, New Jersey, U.S.A. I am sending herewith a copy of that letter to you. See Exhibit No. 1. In 1976, I went to America for 7 days. At that time also, I was in New Jersey. One American editor came to me and we had a discussion on my theory of Shaktibad for 45 minutes. The matter was published in his paper namely Home News. See Exhibit No. 2.

You have included England in your cultural committee, for which I am very much satisfied and thank you for the same.

The effort to bring the human society down to the level of ferocious animals was started 1400 years back in the name of Koranbad. After 1300 years, Communists also joined this type of organisation. 10 years back Congress (I) also joined in this. By this time, Mrs. Indira Gandhi was the leader of the party. No doubt, she is very shrewd. So long her party members could not understand that she is nothing but a Communist. You should know that she is a woman of both Communist Party and Mohammad Party. Recently in Commonwealth sittings in India, all the lectures of Indira Gandhi were in favour of Arabian States, but she said nothing about the serious condition of India.

By this time, the Hindus of India celebrated Ekatmatabad Yajna, throughout India. We instructed some of their leaders to take Shaktibad and educate the Hindu youths on that line. But we noticed the speeches of the leaders of Ekatmatabad Yajna, in which the solution was not mentioned. Lecturers told many things about the barbaric activities of the Muslims, Communists and Congress (I) organisations against the Hindus but they did not mention the solution i.e. Shaktibad – the revenge against barbarism. I myself sent many Shaktibadis to meet Guruji Golwalkar many times to take Shaktibad, but failed.

By the influence of Buddhabad Shaktibad thinking of India was disturbed. I strongly criticise Durbalbad (weak policy) and Asuric policy (brutal activities). When 269 passengers of the Korean plane were killed by the brute Communists, I think in the light of Shaktibad, you should take the revenge first and then explain the fact. I am sending a copy of Shaktibad Manifesto to you. See Exhibit No. 3.

The very first Guru is Lord Shiva. He is the founder of Shakti Cult and Tantric Order. You might have seen the deity of Shiva in the temples all over India. Lord Shiva is the discoverer of all the branches of knowledge, all the sciences, the scientific languages, all the grammars, arts, astrology, astronomy, history of world creation, medical treatment, surgery, weapons, atomic weapons and everything. The deity of Shiva which is found everywhere in India also found in the Vedas, Ramayana and Gita. Shiva means Guru and Guru means Shiva. Acharya Shankar, founder of Vedantabad, wrote:

"OM STHITWA STHANEY SAROJAY PRANABO MAYAA MARUT KUNDALEY SUKSHMAMARGEY
SHANTI SWANTA PROLINEY PROKATITEY BIBHABEY JYOTI RUPEY PARAAKSEY
LINGAM-TAD BRAHMABACHHAYAM SAKALATANUGATAM SHANKARAM NA SMARAMI"

"I am concentrating on the Shankar that is named Shiva Lingam and Eternal Brahma situated in the center of the brain of all beings. This is in the spinal canal, and is the life energy of all beings. This Shankar is the Eternal Wisdom and is the foundation of wealth. It is full of the sound OM."

What Sri Krishna said about Shiva deity –
"ABAMPRABARTITANG CHAKRAM NANUBARTAYATIHAJA
AGHAURINDRIARAMO MOGHAM PARTHA SAA JIBATI"
See Gita, Adhyay – 3, Sloka-16.
See Exhibit No. 4, 5 to know the Shiva in our physical system.

I can give you many proofs from other mythologies also. First time Shiva Pujanam was celebrated by a Byadha (Scheduled Caste). At that time Shiva Lingam was under a tree in Benaras. At that place, a big Shiva Mandir was built. That Mandir and Shiva Lingam were destroyed by the cruel Muslim conquerors of India. We the

Shaktibadis of India are trying to re-build the Mandir and set the deities there. The Central Indian Government is against it. See Exhibit No. 6.

By this time several thousands of Hindu temples are in the hands of Muslims. Hindus are thinking of recovering them. The youths are thinking of an organisation for this purpose and they are spreading this with pamphlets. The pamphlets are being spread from Delhi to Calcutta and everywhere in India. See Exhibit No. 7.

Administrators are proclaiming that they are the incarnations of Mahbir Hanumana. [Temple Udharak Committee] On starting the movement of rescuing the Shiva Temple of Benaras by Satyagraha, then only the Hindus and whole world will know the character of Indian MP and MLAs whether they are disciples of Rama who rescued Sita or agents of Mohammed and brutal Muslim emperors of India. We will also see what is the intention of Congress (I) and Communists and Military Department, Police Dept. and nonsense Indian leaders.

Shiva Kirtanam "OM HARA HARA BOM BOM" is very popular in India in the Hindu society.

Meaning of the Shiva Kirtanam Mantram

"Hakarastu Suta Shreshtha Sakshat Shiva Na Sangshaya Refastu Tripura Devi Dashmurti Mai Sada"

This means HARA HARA Shiva - 10 kinds of deities of Goddess Kali, which are called Dasha Mahabidya.

BOM BOM = A-U-M = OM
U-A-M = BOM
U-M-A = UMA

The three kinds of OM is very popular to the Hindus. Vedanta says "JANMADASYA YATAH" means the process in which creation is established and that is called Brahma.

Brahma means
Creation = "A"
Protection = "U"
Destruction = "M"

i.e. OM = BOM = UMA. It is the second Sutram of Vedanta and you see here that Shiva Kirtanam. Shiva Puja and Shiva Mantram are in the society of the Hindus and are in the deities of Shiva too.

I wish to offer myself as a member of your accord on the side of America and not on the side of Indira Gandhi of India.

Yours Faithfully
(SHAKTIBAD SWAMI)

৩৫ বৎসর দেবোত্তরের ভিত্তিতে শক্তিবাদ পরিচালনা করিয়া আমার ইহাই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে শক্তিবাদ ভালভাবে চালাইতে হইলে একটি শক্তিশালী Committee গঠন করা প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন শক্তিবাদকে দাঁড় করানো সহজ হইবে না। সহস্র বৎসর যবনের অত্যাচার ও নির্য্যাতন কেবল হিন্দুগণকে সর্ব্বনাশের পথে নামায় নাই, হিন্দু নেতাগণকেও মনুষ্যত্বহীন করিয়া তুলিবার উপাদান দান করিয়াছে। শক্তিবাদের মত একটা সঠিক মনস্তত্ত্বমূলক চিন্তাধারা ৭০ বৎসরের চেষ্টাতেও আংশিক সফলতা লাভ হয় নাই। এই জন্য একটা শক্তিশালী Committee গঠন করা প্রয়োজন। ৫ জন, ১০ জন, ১৫ জন বা ততোধিক শক্তলোক সমাজ হইতে বাছিয়া লইতে হইবে এবং তাদের হাতে শক্তিবাদীগণকে গঠনের কর্ত্তৃত্ব দিতে হইবে। সঠিক, ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ, আর্থিক সচ্ছল, বহু লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার শক্তি যাহাদের মধ্যে জন্মগত ভাবে আসিয়াছে তাহারা শক্তিবাদের শিষ্যমণ্ডলী শক্তিবাদের ধাঁচে গঠনের চেষ্টা করিবে সমাজ তথা বিশ্বকে গঠনের চেষ্টা করিবে। এই কামনা লইয়া আমি শক্তিশালী Committee গঠন করিবার কথা ভাবিতেছি। যেখানে প্রয়োজন তাহারা নির্দেশ দিবে, যেখানে প্রয়োজন তাহারা শক্তিবাদের বিকাশ বিজ্ঞান আলোচনা করিবে, প্রয়োজন হইলে শক্তিবাদের শিষ্যদের দুর্ব্বলতার সমালোচনা করিবে, তবে সমালোচনা যেন তীব্র না হয়; সকলকে মনে রাখিতে হইবে অসুরবাদকে শক্তিপ্রয়োগ ভিন্ন দমন করা যায় না। তাহারা সব সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে আর সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়, মানুষের উপর নির্ম্মম অত্যাচার, অপমান লাঞ্ছনাই ইহাদের প্রধান সম্পদ। শক্তিবাদী মানুষকে হাতে পাইলে ইহারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ছাড়ে। ইহাদের সমালোচনায় কোন কাজ হয় না। কেবলমাত্র শক্তি প্রয়োগই এদের প্রধান ঔষধ। বেদে এ সম্বন্ধে লম্বা আলোচনা অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। অসুর নাশকগণকে প্রভূত প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবোত্তর দলিলে সঞ্চালক মণ্ডলীর নাম আছে। ইহাদিগকে শক্তিবাদ ভিত্তিতে গঠনের কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন। আমরা এখানে ৭০ জনের মতো শিষ্যের নাম প্রকাশ করিলাম। ইহারাই শক্তিবাদ মঠ ও S. C. I. A. পরিচালন ভার গ্রহণ করিবে।

1. Maya Bose
2. Namita Bhattacharya
3. Itirani Brahmacharini
4. Shipra Brahmacharini
5. Kalyani Choudhury
6. Mallika Debi
7. Subhra Brahmacharini
8. Kalpana Brahmacharini
9. Ava Rani Roy
10. Menaka Roy
11. Dipti Banerjee
12. Norma (Nivedita) Bee
13. Bhavani Brahmacharini
14. Doreen
15. Genevieve (Janhabi)
16. Amitabha Ghosh
17. Arabinda Ghosh
18. Tushar Kanti Dutta
19. Murari Mohan Mukherjee
20. Tarun Kumar Dey
21. Salil Kumar Bose
22. Nikhilesh Karkun
23. Sankar Pahari
24. Swapan Mukherjee
25. Prasanta Brahmachari
26. Sushanta Mukherjee

27. Gopal Kar
28. Dilip Naskar
29. Mangal Das
30. Kamal Pahari
31. Rabi Gupta
32. Adhir Bhuinya
33. Mrityunjoy Chakraborty
34. Swapan Deb
35. Anil Naskar
36. Dr. R. B. Choudhury
37. Sudhir Mazumdar
38. Sudhir Bose
39. Arun Ghosh
40. Sitaram Gupta
41. Satyanarayan Jaiswal
42. Arun Munsi
43. Kunjan Lal
44. Dr. Mishri Lal
45. Khokan Sarkar
46. Bhola Safui
47. Amalesh Karkun
48. L. N. Saha
49. Sailen Chatterjee
50. Subrata Chatterjee
51. Kshitish Chakraborty
52. Sourendra Nath Das
53. Nikhil Chatterjee
54. Kanu Chatterjee
55. Sankar Das
56. J. P. Agarwal
57. Gopal Debnath
58. Subal Das
59. Kesto Babu
60. Shamlu Sengupta
61. Chandipada Das
62. Benu Bhuinya
63. John (Tapas) Bee
64. Satyam Bee
65. Krishna Kabiraj
66. Kulbant Singh

ভারত ভাগের অব্যবহিত আগে হিন্দু মহাসভা আয়োজিত তারকেশ্বরে একটি হিন্দু সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ও N. C. Chatterjee বিস্তৃত বক্তৃতা দেন। শক্তিবাদ স্বামীজী ঐ সভায় স্পষ্টভাবে বলেন, ‘‘বাংলা ভাগ করিয়া লোক বিনিময়ই আমাদের শেষ কথা নয়, আমাদের সমস্ত ভারত হইতে মুসলমান বহিস্কার করিতে হইবে, পাকিস্থানকেও হিন্দুর দেশ করিতে হইবে এবং শক্তিবাদের ঢেউ মক্কার শিব মন্দির পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে হইবে’’। ঐ সভায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, ‘‘আমি প্রথমে জনসংঘ গঠন করিব পরে শক্তিবাদ মতবাদকে সামনে আনিব’’। মতবাদহীন সংঘের মূল্য দিতে তিনি জীবন দিলেন। জনসংঘ তাঁর মৃত্যুর কারণ কি - সেটাও ভারতবাসীকে বুঝাইতে সমর্থ হয় নাই। যদি ভারতের তথা বিশ্বের কল্যাণ করিবার ইচ্ছা থাকে তবে শক্তিবাদ শিষ্য মণ্ডলীকে শক্তিবাদ মতবাদকে কেন্দ্র করিয়াই সংঘ পরিচালনা করিতে হইবে। মতবাদহীন সংঘ ও সংঘহীন মতবাদ দুটি পথই মৃত্যুর লক্ষণ।

সম্মেলন শেষে একই গাড়ীতে কলিকাতা ফিরিয়া আসার সময় Sri N. C. Chatterjee স্বামীজীকে বলেন ‘‘আপনি যে রকম স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিলেন, এর ফলে কলিকাতা পৌঁছিলেই সুরাবর্দি আপনাকে ষ্টেশনেই গ্রেপ্তার করিবে’’। উত্তরে স্বামীজী

বলেন আমি সুরাবর্দি কিংবা কোন মুসলমানকেই ভয় করিনা কারণ মুসলমানরা সকলেই কোরাণ পড়ে এবং ভালই জানে যে মক্কার কাবা শিবেরই মন্দির। কিন্তু আমি ভয় পাই অদূরদর্শী ও মূর্খ হিন্দু নেতাগণকে, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতির সর্বনাশ করাই যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

Organisation এর মধ্যে ১৬ কলার মানুষও থাকিবে ও সোয়া চার কলার মানুষও থাকিবে, কিন্তু সকলে সকলকে শক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠন করিবার চেষ্টা করিবে। যদি কোন মতভেদ দেখা যায়, তার জন্য কেহ কোর্টের আশ্রয় লইতে পারিবেনা। যদি কেহ কোর্টের আশ্রয় লইতে যায় তবে তাহার সভ্যপদ ও শিষ্যত্ব তৎক্ষণাৎ খারিজ হইয়া যাইবে।

স্বামীজী রক্ষিত মূলধন স্থায়ী ভাবে থাকিবে, অন্যান্যরাও এই স্থায়ী ভাণ্ডারে অর্থ দিতে পারিবে। শুধু সুদের আয় হইতে আশ্রম ও সংস্থার কাজকর্ম চলিবে। স্বামীজীর আশ্রম পরিচালনা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফাণ্ড করা হইবে। সেই ফাণ্ডে গচ্ছিত মূলধনের সুদের টাকা হইতে ভিন্ন ভিন্ন কাজকর্ম চলিবে। বৎসরান্তে উদ্বৃত্ত টাকা মূলধন রূপে পরিণত করা হইবে। মূলধন বৃদ্ধি করিবার জন্য যে কোন লোক নিঃস্বার্থ ভাবে দান করিতে পারিবে। এই সব আয়ের একটা বড় অংশ স্বামীজী নিজের তত্ত্বাবধানে খরচ করিবেন। সম্ভব হইলে তিনি হিসাব রাখিবেন অথবা নাও রাখিতে পারেন। সেইজন্য কেহ তাঁহাকে কোন রকম প্রশ্ন করিতে পারিবে না, কারণ এই সমস্ত মূলধন এবং মূলধনের সুদ তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।